Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-III, published on July 2021, Page No. 1 –12
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য: ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার প্রেক্ষিতে

সুপ্রিয়া বিশ্বাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল– supriyabiswas.beng@gmail.com

Keyword
ভাষা পরিবর্তন, ভাষা বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistic), সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio Linguistic), সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান (Transformative Generative Grammar), শৈলীবিজ্ঞান (Stylistic)।

Abstract
ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট একটা কাঠামোয় আবদ্ধ না রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের আলোকে বিষয়টিকে যথার্থভাব উপস্থাপন করা যায়। প্রবাহমান সময়ের সাথে ভাষার চলন সর্বদা সমভিমুখী। সময়, স্থান, ব্যক্তি, শ্রেণি, বয়স, শিক্ষা, লিঙ্গ, পেশা, ধর্ম, প্রকাশ ভঙ্গি, উপলক্ষ্য, বক্তা-শ্রোতা ইত্যাদি নানান সূচকের ভিত্তিতে ভাষা পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন ধ্বনিতাত্ত্বিক, শব্দার্থতাত্ত্বিক বা আন্বয়িক ক্ষেত্রে যেমন সংগঠিত হতে পারে তেমনি সম্পূর্ণ ভাষা বা ভাষারীতির ক্ষেত্রেও সংগঠিত হতে পারে। ভাষায় অতি ক্ষুদ্র থেকে অতি বৃহৎ এবং অতি সরল থেকে অতি জটিল পরিবর্তনের সূত্র ধরে ভাষায় বৈচিত্র্য আসে।

আমরা সকলেই জানি ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন ধারা রয়েছে; যেমন– ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistic), সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio Linguistic), সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান (Transformative Generative Grammar), শৈলীবিজ্ঞান (Stylistic), মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycho Linguistic) ইত্যাদি। ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বহুল চর্চিত একটি বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হলেও তা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার সাপেক্ষেও বিশ্লেষণ করা যায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে ভাষাবিজ্ঞানের মূল কয়েকটি ধারার (ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান) সাপেক্ষে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্যকে সামগ্রিক আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

সূচনা : ভাষা পরিবর্তনশীল। সময় ও স্থানের সাপেক্ষে ভাষার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষনীয়। এছাড়াও বিশেষ কিছু সূচকের (শিক্ষা, পেশা, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক শ্রেণি, আঞ্চলিক পরিমণ্ডল ইত্যাদি) ভিত্তিতে ভাষা পরিবর্তিত হয়। ভাষা পরিবর্তন সম্পর্কে *বহুরূপে ভাষা* বইটির ভূমিকায় বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকার (জন্ম ১৯৩৭) বলেছেন–

> "কালে কালে তা বদলায়, স্থানে স্থানে তা বদলায়, সমাজের শ্রেণিতে শ্রেণিতে তা বদলায়, কাজকর্মের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে তা বদলায়। শিক্ষা, বিত্ত, লিঙ্গ, ধর্ম, জীবিকা, সংগঠন– ইত্যাদি কত ক্ষেত্রে তার কত রূপ।"[১]

বলাই বাহুল্য উক্ত উদ্ধৃতিতে তিনি 'তা' বলতে ভাষাকেই বুঝিয়েছেন। ভাষাকে সময়ের সাথে বেঁচে থাকার জন্য পরিবর্তিত হতে হয়, নয়তো সময়ের করালগ্রাসে তা মৃতপ্রায় ভাষা বা বিলুপ্ত ভাষায় পরিণত হয়। যে কোনো ভাষার ব্যবহার ও তার গ্রহণযোগ্যতার সাথে সেই ভাষার পরিবর্তন অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত। যেমন– সময়ের সাথে সংস্কৃত ভাষার সে অর্থে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি; ফলস্বরূপ বর্তমানে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার বা গ্রহণযোগ্যতা প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু ইংরাজি ভাষার সময়ের সাথে ব্যবহার উপযোগী পরিবর্তন ইংরাজি ভাষার গ্রহণযোগ্যতাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে।

যে কোনো জীবন্ত ভাষার ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন সেই ভাষার সাধারণ (Generalized) বৈশিষ্ট্য। যেহেতু পৃথিবীর সব ভাষার ক্ষেত্রেই 'ভাষার পরিবর্তন' একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য, তাই এই বৈশিষ্ট্যকে বৈশ্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar)-এর অংশ হিসাবে আমরা আলোচনা করতে পারি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট পরিবর্তন তা বিশেষ ভাষার ব্যাকরণ (Particular Grammar)।

এরপর আসি ভাষা বৈচিত্র্যের কথায়। একটি নির্দিষ্ট ভাষার বিভিন্ন রূপের (শিষ্ট ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, সাধু ভাষা, চলিত ভাষা ইত্যাদি) মধ্যে যে তারতম্য তাকে ভাষা বৈচিত্র্য বলা হয়। আবার তুলনামূলক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার প্রেক্ষিতেও আমরা সামগ্রিক ভাবে ভাষা বৈচিত্র্য পর্যালোচনা করতে পারি। ভাষা বৈচিত্র্যের সঙ্গে ভাষা পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। ভাষায় বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে ভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্র অনুসারে এই বৈচিত্র্য বিভিন্ন উপভাষার জন্ম দেয়, যেমন– সমাজ উপভাষা (Sociolect), আঞ্চলিক উপভাষা (Regional dialect), সাহিত্যিক উপভাষা (Literary dialect) ইত্যাদি।

আমরা সকলেই জানি ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার বিভিন্ন ধারা রয়েছে; যেমন– ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান (Historical Linguistic), সমাজ ভাষাবিজ্ঞান (Socio Linguistic), সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান (Transformative Generative Grammar), শৈলীবিজ্ঞান (Stylistic), মনোভাষাবিজ্ঞান (Psycho Linguistic) ইত্যাদি। ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের বহুল চর্চিত একটি বিষয় হিসাবে স্বীকৃত হলেও তা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার সাপেক্ষেও বিশ্লেষণ করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্যেকে সমাজ ভাষাবিজ্ঞান, ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান, সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান ও শৈলীবিজ্ঞান সাপেক্ষে সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

ভাষার পরিবর্তন ও ভাষার বৈচিত্র্য যদি বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয় তবে তা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের (Socio Linguistic) অংশ হিসাবে বিবেচ্য হবে। দীর্ঘ ও কালানুক্রমিক সময়ের নিরিখে ভাষার পরিবর্তন আলোচনা ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের (Historical Linguistic) মধ্যে পড়ে। আবার সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান (Transformative Generative Grammar)-এর আলোকেও আমরা ভাষা পরিবর্তনকে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে পারি। শৈলীবিজ্ঞান (Stylistic)-এর মাধ্যমে সাহিত্যের ভাষার নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন আলোচনা করা হয়।

সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য:

সমাজ ভাষাবিজ্ঞান তথা Socio Linguistic পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন Harer C. Currier। ১৯৫২ সালে প্রথম পরিভাষাটি ব্যবহৃত হলেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সমাজ ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত চর্চার সূত্রপাত তার অনেক আগে থেকেই। ১৯২৬ সালে সুকুমার সেন (১৯০১-১৯৯২) রচনা করেন *বাংলায় মেয়েদের ভাষা*। ১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) *Origin and Development of Bengali Language (O.D.B.L)* এ স্থান নামের আলোচনা করেছেন। অন্য দিকে পাশ্চাত্যে ১৯১৫ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ম্যাকডেভিড, এডয়ার্থ সাপির (১৮৮৪-১৯৩৯), ম্যালিনোভস্কি (১৮৮৪-১৯৪২), ফার্থ (১৮৯০-১৯৬০) প্রমুখ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের উপর নানান প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৬২ সালে নবম আন্তর্জাতিক ভাষাবিদ সম্মেলনে উইলিয়াম ব্রাইট (১৯২৮–২০০৬) ও এ. কে. রামানুজ (১৯২৯-১৯৯৩) ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম সার্থকভাবে Socio Linguistic শব্দটি ব্যবহার করেন। *International Encyclopedia of Linguistics* -এ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে –

> "The sociology of language is potentially a huge area, encompassing the full range of relation between language and society"[২]

ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে উইলিয়াম ব্রাইট বলেছেন–

> "...linguistic DIVERSITY is precisely the subject-matter of sociolinguistic."[৩]

একই সময়ের স্থান পরিবর্তনের ফলে ভাষার পরিবর্তন বা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট ভাষা বা ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে সংগঠিত হতে পারে। দুটি স্থানের দূরত্ব যত কম হবে সেই দুটি স্থানের মধ্যে ভাষার বৈচিত্র্য তত কম হবে। বিপরীত ভাবে স্থানের দূরত্ব যত বাড়বে ভাষার বৈচিত্র্য তত বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হবে। আর এই বৈচিত্র্যের কারণ হল ভাষায় বিশেষ কিছু পরিবর্তন (একটি নির্দিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রে) বা সম্পূর্ণ ভাষার বদল (ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে)। সময় স্থির ধরে স্থানের দূরত্ব বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে ভাষা পরিবর্তনের সমানুপাতিক সম্পর্ক।

ভাষা পরিবর্তন = LS (Language shift), [চল = V (Variable)]
স্থানের দূরত্ব = LD (Location Distance), [চল = V (Variable)]
সময় = T (Time) [ধ্রুবক = C (Constant)]
সুতরাং, স্থানের দূরত্ব (LD) ও ভাষা পরিবর্তনকে (LS) আমরা এভাবে লিখতে পারি–
$LD \propto LS$
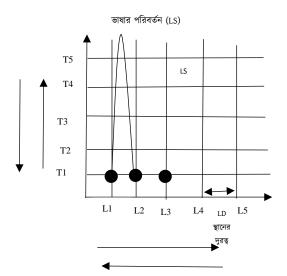
একই সময়ে বংলা ভাষার ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনে আমরা বিভিন্ন আঞ্চলিক উপভাষা (Regional dialect) পাই। বাংলা আঞ্চলিক উপভাষার যে ভিন্নতা রয়েছে তা জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১) তাঁর *Linguistic survey of india'* বইটিতে তুলনামূলক একটি উদাহরণের মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন-

ক) **রাঢ়ী** - 'তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল পিতা আমি ধর্ম্ম বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনার চক্ষে পাপী হইয়াছি।"[৪]

খ) **কামরূপী**- "ছাওয়া বাপোক্ কইল্ মুঁই ভারি দোষ ঘাইট কইর্চোঁ, মুঁই আর তোমার ছাওয়ার জুখিল্ নোয়াও।"[৫]

গ) **ঝাড়খন্ডী**- "তখন উহার বেটা বল্লেক, বাপ হে আমি ভগমানের ঠাঁই ও তুমার ঠাঁই গুনা করেছি তুমার বেটা বল্‌বার আমি যোগ্‌গী লই।" [৬]

ঘ) **বরেন্দ্রী**- "তখুন সেই ছেল্যা বাবাক্ কহ্‌লে, বাবা, হামি সরোগের কাছে আর তোর নজরে পাপ কর্‌যাছি, হামি তোর আর পুৎ হোবার লায়েক্ লোহি।" [৭]

ঙ) **বঙ্গালী**- "ছাওয়াল কৈলো, বাবা, আমি তোমার চোখখুর উপুর ঈশ্বরের কাছে পাপ কোরচি, তোমার ছাওয়াল্ হওনের আমি যুইগ্‌গি না।" [৮]

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে বাংলা ভাষা ব্যবহারকারী বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাষার রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক যে পার্থক্য রয়েছে তা ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আঞ্চলিক উপভাষা হল ভাষার কথ্য রূপ। কথ্য আঞ্চলিক উপভাষা আমরা লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না, সেক্ষেত্রে ভাষার শিষ্ট রূপ ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে, যেমন– কিছু কিছু সাহিত্যে আঞ্চলিক উপভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* উপন্যাস এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসে বঙ্গালী উপভাষার সার্থক প্রয়োগ লক্ষনীয়–

"কিবা কমু খুড়? আহুক, জিগাইও। হোসেন মিয়া ছাইড়া দিবার পারে, ও নিজে আইবার পারে, না জিগাইয়া নি কয়ন যায়?"[৯]

সামাজিক নানান বিন্যাস, স্তর ও শ্রেণি ইত্যাদি অনুসারেও ভাষার পরিবর্তন বা ভাষা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক নানা সূচকের ভিত্তিতে সমাজ উপভাষা (Socio dialect) সৃষ্টি হয়। সমাজ উপভাষা সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের (Socio Linguistic) অংশ হিসাবে স্বীকৃত যেখানে ভাষার লিখিত রূপের থেকে কথ্য রূপকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সমাজ উপভাষায় ভাষা পরিবর্তনের বিভিন্ন সূচকগুলি হল– ক) শিক্ষা, খ) পেশা, গ) বয়স, ঘ) লিঙ্গ, ঙ) ধর্ম, চ) শ্রেণি।

শিক্ষা-র সাথে মানুষের ভাষা ব্যবহারের নিবিড় সম্পর্ক। শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে নিরক্ষর মানুষের ভাষা ব্যবহারের বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য উচ্চারণগত, শব্দচয়ন কিংবা বাক্যের আন্বয়িক গঠনের ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন, একই কথা দুজন মানুষ দু'ভাবে ব্যক্ত করতে পারেন–

শিক্ষিত মানুষের ক্ষেত্রে → *ছেলেটা একদম স্কুলে যেতে চায় না।*

নিরক্ষর মানুষের ক্ষেত্রে → *ছাওলটা এক্কেরে ইস্কুলি যেতি চায় না।*

উক্ত বাক্য দুটি দেখলেই আমরা সাধারণভাবে ধারণা করতে পারি যে, বাক্য দুটির পশ্চাতে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষিত মানুষের শিষ্ট ভাষা বা মান্য ভাষা (Standard Language) ব্যবহারের প্রবণতা বেশি কিন্তু নিরক্ষর ব্যক্তির ভাষায় আঞ্চলিকতা ধরা পড়ে। একই বিষয় ব্যক্ত করবার ক্ষেত্রে একজনের থেকে অন্য জনের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক উভয় স্তরেই সংঘটিত হতে পারে।

ভাষা পরিবর্তন বা ভাষা বৈচিত্র্যের অন্যতম আর একটি কারণ হল ***পেশা***। পেশা পরিবর্তনের ফলে মানুষের ভাষা ব্যবহারেও পরিবর্তন আসে। অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন পেশার মানুষের কথা বলার ভঙ্গি কিংবা শব্দ ব্যবহার অথবা বাক্যের আন্বয়িক গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়। পেশার সাথে উপলক্ষ্য (Setting) সংযুক্ত করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষা রীতির পরিবর্তনকে রেজিস্টার (Register) বলা হয়। পেশা ভিত্তিক কিছু সমাজ উপভাষার উদাহরণ হল–

ক) **শিক্ষকের ভাষা**- কাল সকলে কপালকুণ্ডলা পড়ে আসবে। আমি একটা পরীক্ষা নেব তোমাদের।

খ) **ডাক্তারের ভাষা** - আপাতত এখন এই ঔষুধ গুলো চলুক। **১৫** দিন পর প্রেস্ক্রিপশন আর রিপোর্টগুলো নিয়ে আবার আসবেন।

গ) **চাষির ভাষা** - ইবচ্ছর বষ্যায় রুয়ানু ভালো হবেনে মনি হচ্ছি, কি বলেন শেতল দাদা?
ঘ) **হকারের ভাষা** - কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা... হরেক মাল কুড়ি টাকা... যা নেবেন কুড়ি টাকা...
ঙ) **রেডিও সঞ্চালকের ভাষা** - আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি আর. জে রিয়া আর আমি আর. জে জয়।
চ) **পরিচারিকার ভাষা** – গিন্নিমা, দাদাবাবু আপনারে ডাকতিছে।

শিক্ষা বা পেশার মতোই বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম ও শ্রেণির ভিত্তিতেও ভাষা পরিবর্তিত হয়। ***বয়স*** অনুসারে বাচন ভঙ্গির বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। শব্দ ব্যবহার ও বাক্যের গঠন বয়স অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের শব্দভাণ্ডারও যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি বাক্যের গঠনও সুসঙ্গত হয়। স্বভাবিক ভাবেই বয়সের সাথে ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ঘটে। যেমন শিশুর ভাষা লক্ষ করলে দেখতে পাই শিশুরা যখন কথা বলতে শেখে তখন প্রথমে কিছু একক শব্দ তারপর ছোট ছোট বাক্য ও ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করে।

সাত থেকে দশ মাসের শিশু – বা-বা, মা-মা, জে-জে ইত্যাদি
এক থেকে দেড় বছরের শিশু – বাবা গাই (গাড়ি)।
দুই থেকে আড়াই বছরের শিশু – আমি গাড়ি চব্বো।

লিঙ্গ অনুসারে ভাষা বৈচিত্র্যের কারণে সমাজে নারীর ভাষা ও পুরুষের ভাষাকে আমরা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করতে পারি। একই কথা বলার ক্ষেত্রে অনেক সময় নারী ও পুরুষের শব্দচয়ন বা বাক্যের গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়, যে কারণে একের ভাষা থেকে অন্যের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়–

নারীর ক্ষেত্রে – টিভিটা অফ করো নাগো।
পুরুষের ক্ষেত্রে – টিভিটা অফ করো।

ধর্ম অনুসারে ভাষার পরিবর্তন বলতে মূলত শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতাকে বোঝায়। ধর্ম অনুসারে অনেক সময় বাক্যে বিশেষ কিছু শব্দ ব্যবহারে প্রভেদ সৃষ্টি হয়। যেমন, আত্মীয়তা বাচক শব্দ, নামকরণ, সম্ভাষণ, ধর্মীয় শব্দ ইত্যাদি। একই অর্থ প্রকাশক হিন্দু ধর্মালম্বী ও মুসলিম ধর্মালম্বী ব্যক্তির শব্দচয়নের দিকে লক্ষ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় –

	হিন্দু ধর্ম↓	**ইসলাম ধর্ম ↓**
ব্যবহৃত শব্দ	নমস্কার	আসসালামু আলাইকুম
	ঈশ্বর	আল্লা
	প্রার্থনা	দোয়া

উপরিউক্ত সূচক গুলির ন্যায় সমাজ উপভাষা পরিবর্তনে বা বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে ***শ্রেণি*** একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৃত্তি এবং বিত্ত এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। বৃত্তি অর্থাৎ পেশা এবং বিত্ত অর্থাৎ অর্থ অনুসারে সামাজিক অবস্থান অনেকাংশে ব্যক্তির ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রেণির সাথে ব্যক্তির জাতিগত পরিচয়ও সম্পর্কিত। শ্রেণিগত কারণেই সমাজের উচ্চবিত্ত স্তরের মানুষের সাথে নিম্নবিত্ত স্তরের মানুষের ভাষাগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্যক্তির শ্রেণিগত পরিচয়ের সাথে উপরিউক্ত সূচকগুলির (শিক্ষা, পেশা, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রয়েছে। পৃথক পৃথক সূচকগুলি একত্রিত করলে শ্রেণিগত উপভাষা পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য:

এতক্ষণ সমাজ ভাষাবিজ্ঞান দিয়ে ভাষা পরিবর্তন বা ভাষা বৈচিত্র্যকে আলোচনা করা হল। এবার ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের (Historical Linguistic) সাপেক্ষে ভাষা পরিবর্তন বা ভাষা বৈচিত্র্যকে দেখবার চেষ্টা করব। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের অপর নাম কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান (Diachronic Linguistic)। কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যাপক সুনন্দনকুমার সেন তাঁর *ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান* বইটিতে বলেছেন–

"সময়ের ব্যবধানে ভাষার গঠন কীভাবে পাল্টে যায় তা কালানুক্রমিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রধান পরিধি।"[১০]

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানে সময়ের বিবর্তনে ভাষার বিবর্তকে পর্যালোচনা করা হয়। ভাষা ও সময় সম্পর্কে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী পবিত্র সরকারের মন্তব্য অনুধাবনযোগ্য–

"...ভাষা আর সময় সমবাহী, সমাভিমুখী।... সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নির্দিষ্ট ভাষাও বদলায়।"[১১]

সময় যত বাড়বে ভাষার পরিবর্তনও তত দৃঢ় হবে। সুতরাং বলা যায় সময়ের সাথে ভাষা পরিবর্তনের সমানুপাতিক সম্পর্ক।

ভাষা পরিবর্তন = LS (Language shift), [চল = V (Variable)]

সময় = T (Time) [চল = V (Variable)]

স্থান = Location (L), [ধ্রুবক = C (Constant)]

সুতরাং সময়ের পরিবর্তন ও ভাষা পরিবর্তনকে আমরা এ ভাবে লিখতে পারি,

$T \propto LS$
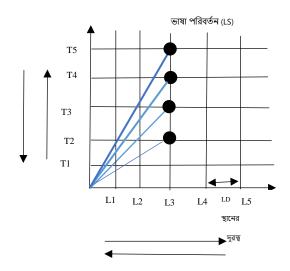
সময়ের পরিবর্তনের ফলে ভাষায় ধ্বনিতাত্ত্বিক, শব্দার্থতাত্ত্বিক বা আন্বয়িক পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। কাল পরম্পরায় চার রকমের ধ্বনি পরিবর্তন সংগঠিত হয়, ক) ধ্বনির আগম, খ) ধ্বনির লোপ, গ) ধ্বনির রূপান্তরণ, ঘ) ধ্বনির বিপর্যাস।

মূল ধ্বনি	পরিবর্তিত ধ্বনি	ধ্বনির পরিবর্তন
বেঞ্চ	বেঞ্চি [ই-এর আগমন ঘটেছে]	ধ্বনির আগম
সহি	সই [হ লোপ পেয়েছে]	ধ্বনির লোপ
কাকা	কাকু [আ-কার উ-কারে রূপান্তরিত হয়েছে]	ধ্বনির রূপান্তরণ
মুকুট	মুটুক [ক এবং ট-এর পারস্পরিক স্থান পরিবর্তন ঘটেছে]	ধ্বনির বিপর্যাস

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘ কালানুক্রমিক সময়ের নিরিখে যেমন ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে পারে তেমনি সমকালেও ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে সমকালে ধ্বনি পরিবর্তন অনেকাংশে ব্যক্তি নির্ভর। সময়ের সাথে সাথে শুধুমাত্র

ধ্বনিতাত্ত্বিকই নয়, শব্দার্থতাত্ত্বিক পরিবর্তনও সংগঠিত হয়। শব্দাতাত্ত্বিক বা অর্থগত পরিবর্তন মূলত পাঁচ প্রকার– ক) অর্থের প্রসারণ, খ) অর্থের সংকোচন, গ) অর্থের উন্নতি, ঘ) অর্থের অবনতি, ঙ) অর্থের সংশ্লেষ।

মূল শব্দ	**পূর্ব অর্থ**	**বর্তমান অর্থ**	**ভাষাগত পরিবর্তন**
কালি	কালো রঙের তরল পদার্থ	যে কোনো লেখার কালি	অর্থের প্রসারণ
অন্ন	যে কোনো খাদ্য দ্রব্য	ভাত	অর্থের সংকোচন
ভোগ	খাদ্যসামগ্রী	দেবতার উদ্দেশ্য যে খাদ্য সামগ্রী নিবেদন করা হয়	অর্থের উন্নতি
মহাজন	মহৎ ব্যক্তি	সুদ-খোর ব্যক্তি	অর্থের অবনতি
সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্ন	অর্থের সংশ্লেষ

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ভাষার দৃষ্টিগ্রাহ্য আন্বয়িক পরিবর্তনও পরিলিক্ষিত হয়। যা অনেক সময় ভাষায় নতুন সংরূপ সৃষ্টি করে। ফলে মূল ভাষা থেকে সৃষ্ট নতুন ভাষা রীতিকে সাময়িক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভাষা বলে ভ্রম হয়। যেমন– চর্যাপদের ভাষা ও বর্তমান বাংলা ভাষা সাময়িক দৃষ্টিতে ভিন্ন ভাষা বলে মনে হলেও দুই-ই বাংলা ভাষা।

***চর্যাপদের* ভাষা** – "তিনিএঁ পাটেঁ লাগেলি রে অণহ কসণ ঘণ গাজই।" [১২]

চতুরঙ্গের ভাষা – "গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা।" [১৩]

উক্ত উদাহরণ দুটির মধ্যে একটি প্রাচীন বাংলা ভাষা ও একটি আধুনিক বাংলা ভাষার উদাহরণ। সময়ের ব্যবধানে বাক্যে দুটিতে আন্বয়িক পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বাক্যের আন্বয়িক গঠনসজ্জা ও তার পরিবর্তন বিস্তৃত পরিসরে পরবর্তী পর্ব সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষা বিজ্ঞান অংশে আলোচনা করায় এখানে আর তা পুনরুক্ত করলাম না।

সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য:

ভাষা পরিবর্তন আলোচনার আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি ধারা হল সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞান (Transformative Generative Grammar)। সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানে কথ্য ভাষাকে অধিগঠন (Surface Structure) হিসাবে ধরা হয়। আর প্রত্যেক নির্দিষ্ট অধিগঠন যুক্ত বাক্যের একটি নির্দিষ্ট অধোগঠন (Deep Structure) থাকে। অধোগঠন অর্থাৎ আদর্শ গঠনযুক্ত বাক্য। সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী উদয়কুমার চক্রবর্তী বলেছেন –

> 'অধোগঠন থেকে অধিগঠনে বাক্য নির্মাণ-পদ্ধতিকে বাক্য সঞ্জনন (Generation) বলা হয়। বাক্য সঞ্জনিত হবার সময় বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে Transformation বা বাক্য সংবর্তন বলে।' [১৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাক্য সঞ্জননের ফলে আদর্শ বাক্য পরিবর্তিত হয়ে উপরিতলের বিভিন্ন বাক্য নির্মিত হয়। সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানে ভাষার পরিবর্তন বলতে মূলত বাক্যকে আদর্শ গঠন থেকে অধিগঠনে পরিবর্তিত হওয়াকে বোঝায়। সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানে বাক্যের আন্বয়িক গঠন আলোচনার সময় অধিগঠনের বাক্যকে সর্বদা অধোগঠনে পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত করা হয়। কথা বলার সময় আদর্শ গঠনযুক্ত বাক্যের চার ধরণের পরিবর্তন ঘটে, যথা– ক) সংযোজন(Addition) খ) বিলোপন(Deletion) গ) রূপান্তরণ(Substitution) ঘ) বিপর্যাস(Extraposition)

ক) সংযোজন – আমি এখন রুটি খাব > আমি এখন মাংস দিয়ে রুটি খাব।
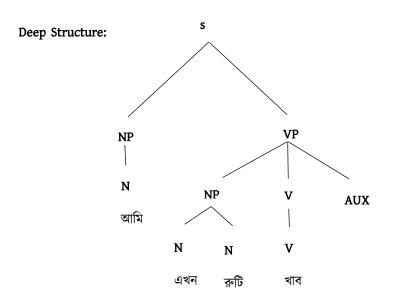
Surface Structure: আমি এখন মাংস দিয়ে রুটি খাব

খ) বিলোপন – আমিও তোমাদের সাথে যাব > আমিও যাব।
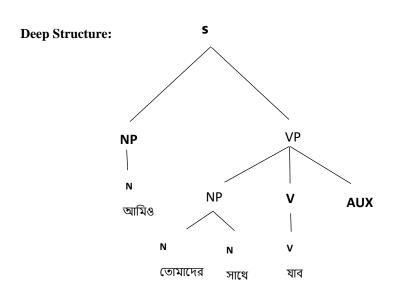
Surface Structure: আমিও যাব

গ) রূপান্তরণ – আপনি আপনার বাড়ির ঠিকানাটা দিন > আপনার বাসার ঠিকানাটা দিন।
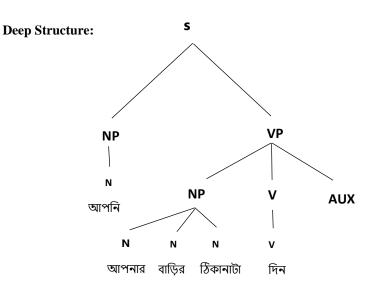
Surface Structure: আপনার বাসার ঠিকানাটা দিন

ঘ) বিপর্যাস – আমি এখন খেলতে যাব > খেলতে যাব আমি এখন।
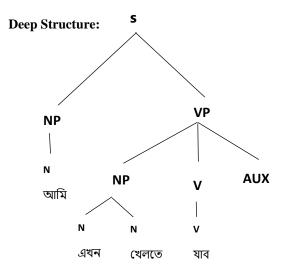
Surface Structure: খেলতে যাব আমি এখন

উপরিউক্ত উদাহরণগুলিতে বাক্যের আদর্শ রূপ পরিবর্তিত হবার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করা হল, নতুন উপাদান সংযোজন (মাংস দিয়ে), বাক্য গঠনের নূন্যতম প্রধান উপাদান অংশের উপাদান বিয়োজন (তোমাদের সাথে),

উপাদানের রূপান্তরণ (বাসা>বাড়ি) ও উপাদানের স্থানান্তরন (আমি এখন খেলতে যাব> খেলতে যাব আমি এখন)। সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা নোয়াম চমস্কি **১৯৮১** সালে তাঁর P & P তত্ত্বে অধোগঠন থেকে অধিগঠনের যে কোনো বদলকে α (alpha) movement বলেছেন। যে কোনো উপাদান শ্রেণির যে কোনো উপাদানই হল– আলফা (α)। সুতরাং, সংবর্তনী সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানে আদর্শ বাক্য পরিবর্তনের কারণ হিসাবে α-movement-কে একক ভাবে উল্লেখ করা যায়।

শৈলীবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য:

শৈলীবিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা সাহিত্যে ভাষাগত পরিবর্তন বা বৈচিত্র্যকে বিশ্লেষণ করতে পারি। শৈলীবিজ্ঞানের মূল অভপ্রায় হল, কী বলা হল আর কিভাবেই বা বলা হল তার নিবিড় আলোচনা। আর কীভাবে বলা হল তা আলোচনা করতে গেলেই প্রারম্ভে ভাষারীতির অনুসঙ্গ চলে আসে। সাহিত্যে সংরূপ, লেখক, বিষয়, চরিত্র ইত্যাদি অনুসারে ভাষা সতত পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনই সাহিত্যের ভাষাকে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় করে তোলে। সাহিত্যের ভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে টার্নারের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য –

> "Stylistic...concentrates on variation on the use of language with special attention to the most conscious and complex uses in literature." [১৫]

সাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন সংরূপ (গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক) অনুসারে ভাষারীতির বদল ঘটে। গদ্যের ভাষা ও পদ্যের ভাষা পার্থক্য সম্পর্কে Ian Mukarovsky বিচ্যুতিবাদ তত্ত্ব (Daviation Theory) উত্থাপন করেন। বাংলা আদর্শ বাক্যের গঠনগত উপাদান ও তার ক্রম হল– কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে বাক্যের এই গঠনগত উপাদান বা তার ক্রম সর্বদা অনুসৃত হয় না ফলে আদর্শ গঠন থেকে বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। এই বিচ্যুতি কবিতার ভাষাকে ছন্দময় ও শ্রুতিমধুর করে তোলে। যেমন– "আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ "[১৬] (কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা) >কাস্তের মতো চাঁদ আকাশে উঠেছে (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া)। "অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে" [১৭] (কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া) > আমি অবহেলা করে মেয়েমানুষেরে দেখিয়াছি (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া)

শৈলীগত দিক থেকে ভাষা পরিবর্তনের অন্যতম আর একটি কারণ হল– নিভাষা অর্থাৎ ব্যক্তির নিজেস্ব কথা বলার ধরণ। প্রত্যেক লেখকেরই নির্দিষ্ট বাচন ভঙ্গি থাকে যা একজনের ভাষা থেকে অন্যের ভাষাকে পৃথকভাবে চিনতে সহায়তা করে। যে কারণে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বা জীবনানন্দ দাশের লেখাকে পৃথক ভাবে চিনতে পারি।

পরিশেষে সমগ্র আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি, ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্যকে নির্দিষ্ট একটা কাঠামোয় আবদ্ধ না রেখে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের আলোকে বিষয়টিকে যথার্থভাব উপস্থাপন করা যায়। তাই ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা বৈচিত্র্য একাধারে কেন্দ্রীয় ভাষাবিজ্ঞান অন্যদিকে পরিমণ্ডলীয় ভাষাবিজ্ঞানের অংশ। প্রবন্ধ রচনার সীমিত পরিসর হওয়ার কারণে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানের মূল কয়েকটি ধারার সাপেক্ষে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা হল। তবে উক্ত বিষয়টি ভাষাবিজ্ঞানের অন্যান্য আরও কিছু ধারার সাপেক্ষেও আলোচনার করা যাতে পারে।

তথ্যপঞ্জি:

১. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পা., ***বহুরূপে ভাষা***, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৫, পৃ.– ৮

২. Gibbons, John, Sociology of Language in Frawley, W. J. ed. 2003, ***International encyclopedia of Linguistic***, oxford Vol-4, 1997, Page-94

৩. Bright, William ed.***, sociolinguistic***, the hauge & paris: Mouton & co, 1985, P-11

৪. Grierson, George Abraham, ***Linguistic survey of India***, Vol. V, Pt. I, Delhi: Motilal Banarasidass, 1968, P-41

৫. Grierson, George Abraham, ***Linguistic survey of India***, Vol. V, Pt. I, Delhi: Motilal Banarasidass, 1968, P-188
৬. Grierson, George Abraham, ***Linguistic survey of India***, Vol. V, Pt. I, Delhi: Motilal Banarasidass, 1968, P-72
৭. Grierson, George Abraham, ***Linguistic survey of India***, Vol. V, Pt. I, Delhi: Motilal Banarasidass, 1968, P-130
৮. Grierson, George Abraham, ***Linguistic survey of India***, Vol. V, Pt. I, Delhi: Motilal Banarasidass, 1968, P-206
৯. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ***পদ্মানদীর মাঝি,*** কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ-১৫
১০. সুনন্দনকুমার সেন, ***ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান,*** কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ-২
১১. সুনন্দনকুমার সেন, ***ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান,*** কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮
১২. নীলরতন সেন সম্পা. ***চর্যাগীতিকোষ,*** কলকাতা: সাহিত্যলোক, ২০১০, পৃ-১৩৬
১৩. জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পা. ***চতুরঙ্গ,*** কলকাতা: পুস্তক বিপণি, পৃ-১০৮
১৪. উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ***ভাষাবিজ্ঞান,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১৬, পৃ-২২৯
১৫. G.W, Turner, ***Stylistic,*** Harmondsworth: penguin, 1973, P-7
১৬. জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পা. ***সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ট কবিতা,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১৪, পৃ- ১১৩
১৭. জীবনানন্দ দাশ, ***জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা,*** কলকাতা: ভারবি,২০১৬, পৃ-১৯

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। অনিমেষকান্তি পাল, ***ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা,*** কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ, ২০১২
২। অপূর্বকুমার রায়, ***শৈলীবিজ্ঞান,*** কলকাতা: দে'জ, ২০০৬
৩। উদয়কুমার চক্রবর্তী ও নীলিমা চক্রবর্তী, ***ভাষাবিজ্ঞান,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১৬
৪। উদয়কুমার চক্রবর্তী, ***বাংলা সংবর্তনী ব্যকরণ,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১৬
৫। জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পা. ***সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ট কবিতা,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১৪
৬। জীবনানন্দ দাশ, ***জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা,*** কলকাতা: ভারবি,২০১৬
৭। পবিত্র সরকার, ***ভাষা দেশ কাল,*** কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২২ ব.
৮। পবিত্র সরকার, ***ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১৮
৯। পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার, ***বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন,*** কলকাতা: দে'জ, ২০১০
১০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ***পদ্মানদীর মাঝি,*** কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ২০১২
১১। মৃনাল নাথ, ***ভাষা ও সমাজ,*** কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৯
১২। রামেশ্বর শ', ***সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,*** কলকাতা: পুস্তক বিপনি, ১৪১৯ ব.
১৩। শর্মিলা বসু, ***বাংলায় মেয়েদের ভাষা,*** কলকাতা: প্রমা প্রকাশনী, ২০১৪
১৪। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পা. ***বহুরূপে ভাষা,*** ১ম খণ্ড, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৫
১৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পা. ***বহুরূপে ভাষা,*** ২য় খণ্ড, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৬
১৬। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পা. ***বহুরূপে ভাষা,*** ৩য় খণ্ড, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৬
১৭। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পা. ***বহুরূপে ভাষা,*** ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৭
১৮। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পা. ***বহুরূপে ভাষা,*** ৫ম খণ্ড, কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৯
১৯। সুখেন বিশ্বাস, ***প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা,*** কলকাতা: প্রত্যয় প্রকাশনী, ২০১২

২০। সুখেন বিশ্বাস, ***ভাষাবিজ্ঞান: তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ***, কলকাতা: দে'জ, ২০১১

২১। সুনন্দনকুমার সেন, ***ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবিজ্ঞান,*** কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮

২২। সুভাষ ভট্টাচার্য, ***বাঙালির ভাষা***, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪

২৩। Bright, William ed.***, sociolinguistic***, the hauge & paris: Mouton & co, 1985

২৪। G.W, Turner, ***Stylistic***, Harmondsworth: penguin, 1973

২৫। Gibbons, John, Sociology of Language in Frawley, W. J. ed. 2003, ***International encyclopedia of Linguistic***, oxford Vol-4, 1997

২৬। Grierson, George Abraham, ***Linguistic survey of India***, Vol. V, Pt. I, Delhi: Motilal Banarasidass, 1968

২৭। Verma, S.K & Krishnaswamy, ***Mordern Linguistic***, New Delhi: Oxford University press, 2019